৭ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকিতে আতঙ্কিত সারা দেশ। চলছে টেলিফোনে, ই-মেইলে হুমকি। উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন, স্কুল, সংবাদপত্রের অফিস, বিমান বন্দর। আওয়ামী লীগের সমাবেশে ২১ আগস্টের বর্বরোচিত বোমা হামলার পর বোমা আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। চলছে বোমার রাজনীতি। আমরা যেন আজ বোমার সঙ্গে বসবাস করছি।

'৯৮ সালে উদীচীর সম্মেলনে ভয়াবহ বোমা হামলার পর দেশে বোমার রাজনীতি নতুন মোড় নেয়। একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ হতে থাকে। শুরু হয় বোমা নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা। দেশের অথর্ব গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বোমা বিস্ফোরণে আজ পর্যন্ত কাউকেই চিহ্নিত করতে পারেনি। সর্বশেষ ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে বিরোধী দলীয় নেত্রীর ওপর গ্রেনেড হামলা হলো। এই হামলার পর চলছে তদন্ত তদন্ত খেলা। এসেছে ইন্টারপোল, এফবিআই। তাদের তদন্ত থেকে এখনও কিছুই বেরিয়ে আসছে না। ফলে জনমনে সন্দেহের দানা বাঁধছে। এ বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলাকারীরাও কী পার পেয়ে যাবে!

বোমা-গ্রেনেড হামলাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি নিয়েছে নতুন মোড়। বিরোধী শিবির থেকে বলা হচ্ছে এ বোমা হামলার নেপথ্যে রয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি। বিভিন্ন মৌলবাদী সশস্ত্র গ্রুপ। তাদের রুখতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমেই একাট্টা হচ্ছে। তারা যুগপৎ আন্দোলন নিয়ে মাঠে নেমেছে। সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করছে।

বোমা হামলার পর সরকারি শিবিরের অবস্থাও তথৈবচ। বিএনপির ভেতরেও গ্রেনেড হামলার পর হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। তবে বিএনপির ওপর ভর করে থাকা জামায়াত, ইসলামী ঐক্য জোট নেমেছে তাদের রাজনীতি নিয়ে। তারা এখন বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয়কেই ছাপিয়ে উঠতে চায়। তাদের চোখে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল বোমা-রাজনীতি থেকে ফায়দা লুটতে তৎপর।

বোমা আতঙ্ক এখন সর্বত্র। এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে দেশের অর্থনীতি ও বিনিয়োগে। থমকে দাঁড়াচ্ছে দেশের অর্থনীতি। এ অবস্থা থেকে প্রয়োজন পরিত্রাণ। এর জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে আরো আন্তরিক হতে হবে। আওয়ামী লীগের আমলেও বোমা হামলা শনাক্ত করা যায়নি। কিন্তু এই অজুহাতে বসে থাকলে চলবে না। কারণ আওয়ামী লীগ সেদিন পারেনি বলেই জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়েছিল। ব্যর্থ হলে তাদেরও অতীতের পরিণতি বহন করতে হবে। দেশ ও জাতির সার্বিক স্বার্থে এসব বোমা-গ্রেনেড হামলার বিচার হওয়া আজ বড়ই প্রয়োজন।

প্রচ্ছদের ছবি : **জিয়া ইসলাম** (প্রথম আলো)

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com